Semester – IV-(PG)
Paper-403

Analyze role of the State in Russian Industrialization till the World War-I

রাশিয়ার শিল্পায়নের ইতিহাস অতীতে বিদ্যমান থাকলেও, উনিশ শতকে রাশিয়া শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হয়। আর এই সময়কালের মধ্যে রাশিয়া বিশ্বের কাছে শিল্প রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে। রাশিয়ার শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দিকে পরিবর্তন স্পষ্ট হতে থাকে, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যে উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। কিয়েসলেভের সময়কার সংস্কার রাশিয়ার সমাজে পরিবর্তন আনে। কৃষির পাশাপাশি পুজিঁবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রযুক্তির উন্নতি, রেলপথের প্রসার, বাণিজ্যে প্রসার হওয়ার ফলে অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হয়। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তৈরি হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। আর এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের হাত ধরে রাশিয়ার চিন্তা-চেতনায় বদল আসতে শুরু করে। তৎসত্ত্বেও রাশিয়ার অর্থনীতি পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার শিল্পের অগ্রগতি হলেও, রাষ্ট্র অর্থনীতি থেকে যায় অনেকটাই সেকেলে ও কৃষি নির্ভর। মানুষরা অধিকাংশ বসবাস করে গ্রাম বা ছোট শহরে। আর মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আবর্তিত হয় জমি ও বন-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে। ফলে রাশিয়ার শিল্পায়নের চরিত্র অন্য দেশের তুলনায় ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতা রাশিয়ার শিল্পায়নকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এখানে রাশিয়ার শিল্পায়নের নানা পর্ব আলোচনা করা হবে। আবার শিল্পায়নে রাষ্ট্রে ভূমিকার কথা আলোচনায় আসবে।

ইংলেন্ডের শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে রাশিয়া শিল্পায়নের যুগ শুরু হলেও এর ভূমিকা তৈরি হয় পিটার দ্যা গ্রেট এর (১৬৮২-১৭২০) সময়কাল থেকে। এইসময়ে রাশিয়া পুরাতন অর্থব্যবস্থা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে উৎপাদনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। কিরিলভের মতে এই কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩৩টি। বস্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মস্কোর মেইল বস্ত্র কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০০০ জন। তবে দ্যা গ্রেট-এর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতকে শিল্পের মন্দা দেখা দেয়। সরকারি ও ব্যাক্তিগত মালিকানায় কারখানা পরিচালিত হতে থাকে। ভূমিদাসদের কৃষির বদলে কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। আবার কোথাও দাসরা স্বাধীনভাবে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করার ছবিও পাওয়া যায়। সাভা মারাজোভ ভূ-স্বামীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে ১৮৩১ সালে বোগডাস্ক শহরে নির্মাণ করেন বস্ত্র উৎপাদন কারখানা। ধীর হলেও অষ্টাদশ শতকে ব্যাক্তি মালিকানায় কারখানা নির্মানের জোয়ার কিছুটা আসে।

উনিশ শতকে বস্ত্র শিল্প নিয়ে শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা। বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে মস্কো। ১৮০৮ সালে প্রথম স্পিনিং মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়। ১৮৩০ সাল নাগাদ কাপড়ের রং করতে ব্যবহৃত হতে থাকে রোলার প্রিন্টিং মেশিন। নেপোলিয়নের পরবর্তী সময়ে সুতো উৎপাদন কারখানা স্থাপনের ঝোঁক দেখা যায়। ১৮৩৮ সালে মস্কো শহরে প্রথম বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৩১ সালে পশম শিল্পের কারখানা তৈরি হয়। এই সময়ে ৩৯০টি কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৭,০০০ জন। রাশিয়ায় শিল্প বৃদ্ধি পেলেও বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হয় ভূমিদাস প্রথার উপস্থিতির জন্য। ভূমিদাস ব্যবস্থার ফলে কারখানায় স্বাধীন শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। কারখানার মালিকরা ভূমিদাসদের জমির বদলে কারখানায় বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নেয়। এই বেগার প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ। মানবতাবাদী, সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারকরা ভূমিদাস ব্যবস্থার অন্তঃসার শূণ্যতার কথা প্রচার করতে থাকেন। রাশিয়ার সমাজের বাদ-প্রতিবাদের ফলে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ১৮৬১ সালে ভূমিদাস ব্যবস্থার বিলোপ করেন।

১৮৬১ -১৯১৭'র সালে ভূমিদাস প্রথার বিলোপের মধ্যদিয়ে রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক যুগের সমাপ্তি ঘটে। আর নতুন যুগের আবির্ভাব হয়। ধনতন্ত্রের পর্ব শুরু হয়। আবার অনেকে ১৮৬১ থেকে ১৯১৭ এর সময়কালকে রাশিয়ার পুজিঁবাদীর যুগ বলে উল্লেখ করেন। রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপের প্রভাব পড়ে সমাজের নানা স্তরে। সমাজে ভূ-স্বামী শ্রেণীর ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যেতে থাকে। রাশিয়ার সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয় ভূ-স্বামী শ্রেণী। সমাজের সেই শুণ্যস্থান পূরন করতে এগিয়ে আসে শিল্পপতি, বণিক ও প্রযুক্তিবিদরা। এই শ্রেণির মানুষরা সমাজের উপরে স্তরে উঠে আসতে থাকে। রাশিয়ার শিল্পায়ন আবর্তিত হয় রেল শিল্পকে কেন্দ্র করে। রেলপথে বিস্তারের ফলে রাশিয়ার শিল্প ব্যবস্থার চরিত্রে দ্রুত বদল আসে। এই শিল্পায়নের বৃদ্ধির হার ছিল ৯ শতাংশ বলে উল্লেখ করেন, ঐতিহাসিক গার্সেনক্রণ। রাশিয়ার শিল্পায়নে রেলের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন –

Greatest industrial upswing came when – from the middle of the 1880's on the rail road building of the state assumed unprecedented proportions and became the main lever of the rapid industrialization policy.

১৮৯৩ থেকে ১৯০৩ এর মধ্যে সমগ্র রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল রেলপথ দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। এই রেলকে কেন্দ্র করে যন্ত্রাংশ শিল্পের উন্নতি ঘটে। রেলের চাহিদা যে যথেষ্ট বেড়েছিল তা স্পষ্ট হয় এই পরিসংখ্যানে - ১৮৭০ এর দশকে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থেকে বছরে ৭০০ ইঞ্জিন ও ২৫,০০০ ওয়াগন নির্মান হয়। ১৮৯৭ সালের মধ্যে ৬৮২ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠা হয় এবং মোট ১,২০,০০০ শ্রমিক এখানে নিযুক্ত হয়। কয়লা বা তৈল-এর মত খনিজ দ্রব্য উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি লাভ করে। রাশিয়ার শিল্পায়নে খনিজ তৈল উৎপাদনের গুরুত্ব বিচার করে বলা হয় –

Affords perhaps the most remarkable instance in Russia of the rapid rise of a new trade to a position of world-wide importance

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হলে শিল্পায়নে অগ্রগতি হয়। রাশিয়ার অর্থমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে ১৮৬০ সালে প্রতিষ্ঠা হয় The Bank of Russia। ব্যাঙ্কের সম্পদের পরিমানও বাড়ে দ্রুত। বৃদ্ধির পরিমান দেখা যাক -

সাল	সম্পদের পরিমান
১৮৬০	১৫ মিলিয়ন
১৮৭৬	২৫ মিলিয়ন
১৮৯৪	৫০ মিলিয়ন

১৯০৫ এর মধ্যে ৪৭টি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়। শিল্পায়নের অগ্রগতিকে সহায়তা করার জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এগিয়ে আসে বিদেশী বিনিয়োগ। রাশিয়ায় ৯০'এর দশকে এই বিদেশী বিনিয়োগের পরিমান দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯১৪ এর মধ্যে ফ্রান্সের বিনিয়োগের পরিমান ছিল ১২,০০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ। এই ব্যাঙ্কগুলি রাশিয়ার শিল্প ও অর্থনীতিকে মজবুত করে তোলে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি রাশিয়ার শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকের শেষে রাশিয়া কৃষি নির্ভর রাষ্ট্র থেকে শিল্প নির্ভর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাশিয়ায় শিল্পায়নের ফলে বিপুল পরিমানে যে শ্রমিক তৈরি হয়েছিল তা নিম্নের পরিসংখ্যান দ্বারা স্পষ্ট হয় –

সাল	শ্রমিকের সংখ্যা
১৯০০	২ মিলিয়ন
১৯১৪	৩ মিলিয়ন

ভূমিদাস প্রথার বিলোপের পরবর্তী সময়ে শ্রমিক শ্রেণী তৈরি হলেও রাশিয়ার জার রাজারা শ্রমিক শ্রেণীর সার্থ রক্ষা করতে পারেননি। শিল্প রাষ্ট্রের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান করতে ব্যার্থ হয় রাশিয়ার সরকার। রাশিয়ার শ্রমিকদের অসহায় অবস্থাকে তুলে ধরে কার্ল মার্কস বলেন – "the horrors of the early days of the British factory system, are still in full bloom". সরকারের এই ব্যার্থতা ও পুজিঁবাদের অভ্যুদয়ের ফলে, শ্রমিক শ্রেণি ধণতন্ত্রবাদ বিরোধী হয়ে ওঠে। পুজিঁবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের উত্থান দেখা যায়। ১৮৮০'র দশকে শ্রমিক আইন প্রযুক্ত হলে শ্রমিকদের দারিদ্রতা আরো ক্রমশ বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে কারখানার মালিক - শ্রমিক বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাশিয়ার শিল্প রাষ্ট্রে হিসাবে আর্বিভূত হলেও সামাজিক সমস্যা বিভিন্ন দিকে দেখা যায়। পুজিঁবাদী ব্যবস্থার উত্থান শ্রমিক শ্রেণীর উত্থানকে অনিবার্য করে তোলে। এই উত্থানের চরমরূপ ধারন করে ১৯০৫ এর রুশ বিল্লব ও ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের মধ্যদিয়ে। যে বিপ্লবের মধ্যদিয়ে রাশিয়ার পুজিঁবাদের ওপর তৈরি সমাজতন্ত্রবাদ। এককথায় বলা যায় - রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়।